COMPILED & CIRCULATED BY
DR. DIPAK SHOM
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI,
NARAJOLE RAJ COLLEGE

P.G 1st Semester

Paper – 103

আলোচনা – ৭

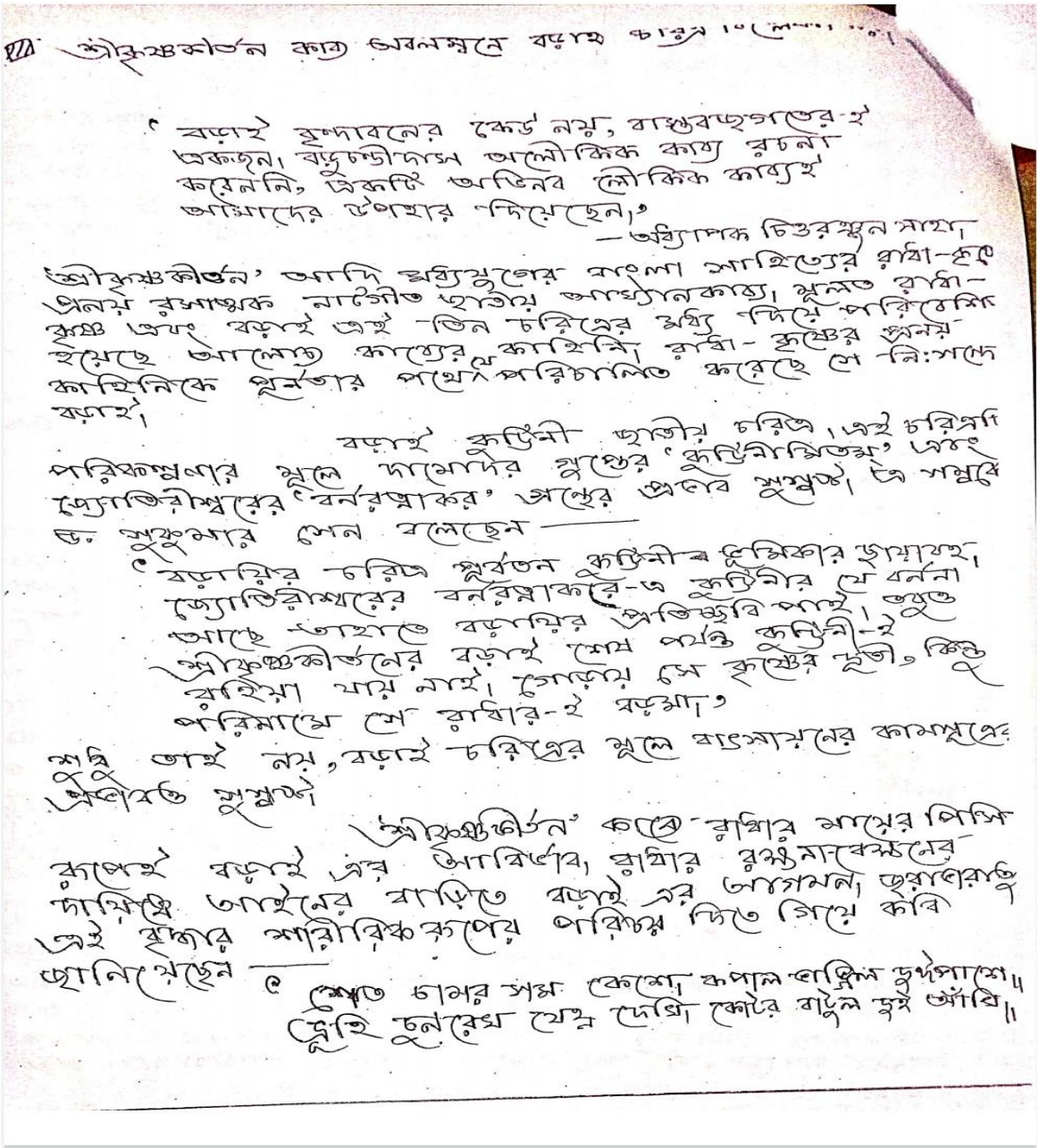

শরীরের ভারে ন্যুব্জ এই বড়াই-ই আলোচ্য কাব্যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। কুট্টিনী চরিত্রের মতো নিজের অতৃপ্ত প্রেমবাসনাকে সে চরিতার্থ করতে চেয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্বের এই কুট্টিনী বড়াই কাব্যের শেষ অংশে সহানুভূতিশীল নারীমূর্তি রূপে উপস্থাপিত। এই বিবর্তনশীলতা বড়াই চরিত্রের আকর্ষনীয় দিক।

বড়াই অঘটন ঘটন পটিয়সী নারী। নিজের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তার গর্বের শেষ নেই—

'আঘোড় ঘোড়ন আহ্মে করিবাক পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী॥'

কিন্তু শেষপর্যন্ত অপমানাহত বড়াই একপ্রকার প্রতিলেখি সুধায় কৃষ্ণের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণের প্রেমে রাধাকে সে বারেবারে প্ররোচিত করেছে। রাধার মনের সতীত্বের পরাকাষ্ঠা ভেঙে ফেলতে সে আপ্রান চেষ্টা করে গেছে। এমনকি কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার দেহমিলনের সুযোগও করে দিয়েছে সে। সমালোচক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

'বলিতে গেলে রাধা ও কৃষ্ণের ঘটনা বড়াইয়ের সাহায্য না পাইলে অগ্রসর হইতে পারিত না। ইহার নাটকীয় অংশটুকু বড়াইয়ের দ্বারা সমাধা হইয়াছে।'

বড়াই এর এ জাতীয় আচরন চরিত্রটির সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় তুলে ধরে। নপুংসক স্বামী আইহনের দ্বারা রাধার অচরিতার্থ রতিকে বড়াই কৃষ্ণের মাধ্যমে পূর্ন করতে চেয়েছে। এই আন্তরিকতা বড়াই চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য দিক।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বড়াই এক বিবর্তিত চরিত্র। বানখণ্ড পর্যন্ত চরিত্রটির যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি বংশীখণ্ডে এবং রাধাবিরহে তার

আচরণ সম্পূর্ণ বিপ্রতিকূল। বংশীখণ্ডে বড়াই রাধার সখীদের সামনে হাত জোড় করে কৃষ্ণকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে, আবার রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণ যাতে রাধাকে ছেড়ে না যায়, তার জন্য সে গভীর আকুতি জানিয়েছে। এই অর্থে বড়াই কৃষ্ণ স্নেহ-প্রীতি ও মমতায় পরিপূর্ণ এক মানবিক চরিত্র। এরই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে চরিত্রটির দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধ। সমালোচক অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের কথায়:

"চণ্ডীদাস বড়াইকে একটি কুটিনী চরিত্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন - কিন্তু স্নেহ-প্রীতি-মমতায় পরিপূর্ণ একটি মানবিক চরিত্র রূপে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।"

= o =